স্কুলছাত্রদের বয়স বাড়িয়ে ৩০০ টাকায় রক্ত 'বিক্রি'!

সঞ্জয় দে ■ দুর্গাপুর

স্বেচ্ছায় দেওয়া রক্ত বেআইনি ভাবে পাচারের অভিযোগের তদন্ত চলছে রাজ্য জুড়ে। কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে বেশ কিছু বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে। এই আবহে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে নাবালক স্কুলছাত্রদের থেকে রক্ত সংগ্রহের অভিযোগ উঠল দুর্গাপুরে।

অভিযোগ, যাতায়াতের খরচ ও নগদ ৩০০ টাকার বিনিময়ে রক্ত দিয়েছে দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের এ-জ়োন এলাকার এক বেসরকারি স্কুলের তিন ছাত্র। রক্ত সংগ্রহ করেছেন দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়া ওই তিন ছাত্রের বয়স ১৪ থেকে ১৬-র মধ্যে। অভিযোগ, আধার কার্ড বিকৃত করে তাদের বয়স ১৮ করার পরে ছাত্রদের থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

তিন দিন আগের এই ঘটনা বুধবার প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল শুরু হয়েছে। দুর্গাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন কয়েক জন অভিভাবক। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার প্রণব কুমার জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফেও তদন্ত শুরু হয়েছে।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কয়েকজনের নাম পাঠায়। ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে ওই নাম যাচাই করে দেখেছি। সেখানে প্রত্যেকের বয়স ১৮ বছর দেওয়া রয়েছে। কেউ যদি আধার কার্ড ট্যাম্পার করে বয়স বাড়িয়ে দেয়, সেখানে হাসপাতালের কী করার আছে?' ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক মহম্মদ ইউনুসও। নাবালক পড়ুয়াদের থেকে রক্ত সংগ্রহের ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে দুর্গাপুর মহকুমা ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম।

জানা গিয়েছে, ওই বেসরকারি হাসপাতালে রক্ত দিতে গিয়েছিল চার ছাত্র। এক জনের ওজন স্বাভাবিকের থেকে কম থাকায় তার রক্ত সংগ্রহ করা হয়নি। বাকি তিন জন রক্ত দেয়। তাদের মধ্যে এক জন বলে, 'স্কুলের এক প্রাক্তন ছাত্র আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানায়, তার এক আত্মীয় দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রক্ত দিতে হবে। আমাদের যে ১৮ বছর বয়স হয়নি তা ওকে বলি। ও দাবি করে, কোনও অসুবিধে হবে না। আমরা রক্ত দিয়ে আসার পরে যাতায়াতের খরচ ছাড়া আমাদের তিন জনকেই ৩০০ টাকা করে দিয়েছিল ওই প্রাক্তন ছাত্র।'

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বোস বলেন, 'স্কুলের এক প্রাক্তনী, যে এখন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র, সে আর্থিক ভাবে দুর্বল চার ছাত্রকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে রক্তদানের জন্য নিয়ে যায়। বিষয়টি জানার পরে অভিভাবকদের ডেকে সবটা বলি। ওই প্রাক্তন ছাত্রকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁরা। লিখিত অভিযোগও জানিয়েছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী ভাবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের থেকে রক্ত সংগ্রহ করল, সেটা তদন্ত হওয়া দরকার।'

সুখেন পাল নামে এক অভিভাবকের প্রশ্ন, 'আমার ছেলে ক্লাস নাইনে পড়ে। সে রক্ত দিয়েছে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি। কিন্তু ওই হাসপাতাল কী ভাবে বাচ্চাদের থেকে রক্ত নিল?' এ দিন সন্ধ্যায় জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ।

নিন্দা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর, সরকারি স্তরে তদন্ত শুরু

ঘটনার নিন্দা করছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'নাবালকদের থেকে রক্ত সংগ্রহ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। যে বা যারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত তাদের রেয়াত করা হবে না।' রাজ্যের পুর ও নগরন্নোয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্য, 'বাচ্চাদের থেকে রক্ত সংগ্রহের ঘটনায় যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অভিযোগ প্রসঙ্গে ওই বেসরকারি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার দেবাশিস ঘোষ বলেন, 'রক্তদানের বিষয়টি নিয়ে বুধবার সকালে পুলিশ ও

টুলুর শ্বশুরবাড়িতে মেঝে খুঁড়ে তল্লাশি

এই সময়, পাড়ুই: ঠিক কত টাকার মালিক ছিলেন বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল ওরফে নাজিবুদ্দিন? এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০০ কোটি টাকার হদিস পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, আরও বিপুল সোনা-দানা ও নগদ টাকা লুকোনো রয়েছে। সেই সন্দেহেই বুধবার টুলুর শ্বশুরবাড়ি কার্যত লন্ডভন্ড করে তল্লাশি চালাল এসটিএফ ও বীরভূম পুলিশের বিশেষ দল। বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত আর পারেখের নেতৃত্বে বাড়ির জলের ট্যাঙ্ক, বাথরুম, চিলেকোঠার ঘর — সর্বত্র মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। বাথরুমের মেঝে ও বাড়ি সংলগ্ন জমি খুঁড়েও তল্লাশি চলে। পুলিশ জানিয়েছে, ৯ ঘণ্টা ধরে ওই তল্লাশিতে কিছুই মেলেনি। সন্দেহ, দুবাই পালিয়েছেন টুলু। তাঁর রক্ষাকবচ চেয়ে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আইনজীবী। আগামিকাল, শুক্রবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর এজলাসে সেই আবেদনের শুনানি হতে পারে। এ দিনই সিউড়ি জেলা আদালতে কাগজের বাক্স, ট্রলি ব্যাগে করে বিপুল পরিমাণ ডকুমেন্ট আদালতে পেশ করা হয়। মামলার আইনজীবী রফেউল হক বলেন, 'বাজেয়াপ্ত করা নথি পেশ করার সময়ে সিজ়ার লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় এবং তখন ভিডিয়োগ্রাফিও করা হয়েছে।' এই বিপুল সম্পত্তির সঙ্গে মানি লন্ডারিং (টাকা পাচার)-য়ের যোগ থাকার সন্দেহে তদন্তে নামতে পারে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি-ও। সূত্রের খবর, এই মামলায় ইডিতে এখনও পর্যন্ত ইসিআইআর (এফআইআর) হয়নি।

টুলুর শ্বশুর, ধান বিক্রেতা নুরুল হক বলেন, 'সব তছনছ করে, খুঁড়ে দেখল। বাড়ির কোনও জায়গা বাদ দেয়নি। কিছুই পায়নি। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। ওরা কোথায় আছে, কিছুই জানি না। শুধু জানতাম নাতির পড়াশোনার জন্য কলকাতার বাড়িতে আমার মেয়ে থাকে।' যদিও পুলিশের দাবি শ্বশুরবাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল টুলুর। টুলুর শ্যালক মহম্মদ নজিরুল ইসলামও বলেন, 'আমার বাড়িতেও পুলিশ এসেছিল। সব দেখল। ধানের ব্যবসা করি। টুলুর সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগ নেই, ছিলও না।'

পড়ুয়াহীন স্কুল থেকে বদলি: ১৩ অগস্ট পর্যন্ত আবেদন

এই সময়: শূন্য পড়ুয়া (জ়িরো এনরোলমেন্ট) থাকা প্রাথমিক স্কুল থেকে উদ্বৃত্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চিহ্নিত করে অন্যত্র বদলি এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নতুন করে যুক্তিগ্রাহ্য বদলি সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরকে (এসওপি) চ্যালেঞ্জ করে দায়ের একাধিক মামলায় সামগ্রিক ভাবে আবেদনের সময় বাড়ানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক এই সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা আগামী ১২ অগস্ট একসঙ্গে শুনানির আশ্বাস দিয়েছেন। তার আগে রাজ্যের সব জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি জারি করে বদলির আবেদন জমার শেষ তারিখ ১৩ অগস্ট পর্যন্ত বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিচারপতির বক্তব্য,

নির্দেশ হাইকোর্টের

মামলার শুনানিতে নজরে এসেছে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান ৩০ জুলাইয়ের চিঠিতে দু'টি পৃথক এসওপির উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে কোন এসওপি অনুসরণ করা হচ্ছে, তা স্পষ্ট করতে রাজ্যের আইনজীবীদের পরবর্তী শুনানিতে আদালতকে জানাতে হবে। আদালত আরও জানায়, নদিয়া ও বীরভূমে বদলির আবেদন জমার সময়সীমা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনায় শিক্ষকদের আবেদনপত্র সংগ্রহের শেষ দিন ৬ অগস্ট। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সব জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি জারি করে বদলির আবেদন জমার শেষ তারিখ ১৩ অগস্ট পর্যন্ত বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, এসওপি অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের কাজ চলবে। তবে সেই তথ্যের ভিত্তিতে ১৩ অগস্টের আগে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ জারি করা যাবে না। আদালত জানিয়েছে, এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মামলার পরবর্তী শুনানি ১২ অগস্ট।

হাসপাতালে যৌন হেনস্থা ইন্টার্নকে

এই সময়, কল্যাণী: সরকারি হাসপাতালের ভিতরেই যৌন হেনস্থার শিকার তরুণী! নদিয়ার কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে বুধবার দুপুরের ঘটনা। শিশু বিভাগে টেকনিশিয়ান কোর্সে ইন্টার্নশিপ করতে আসা এক তরুণী চিকিৎসক বহির্বিভাগে দেখাতে এসেছিলেন। সেখানেই এক যুবক তাঁর পিছু নেন বলে অভিযোগ। তাঁর গায়ে হাত দেওয়ার পাশাপাশি ধাক্কাও দেন যুবক। তরুণীকে কাঁদতে দেখে এক নিরাপত্তাকর্মী যুবককে ধরে ফেলেন। পরে পুলিশ গিয়ে ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি জানান, মেডিসিন বিভাগে ৪৮ নম্বর বেডে তাঁর রোগী ভর্তি রয়েছেন। যদিও সেই বেডে থাকা রোগী তাঁকে চিনতেই পারেননি। আউটডোরের সামনে কেন ঘোরাঘুরি করছিলেন, তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। পুলিশ সুজিত কুমার সিং নামে ওই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দলে।

মাধ্যমিকের হিসেবে শিক্ষক ট্রান্সফারে দুর্ভোগ এইচএসে?

এই সময়: রাজ্যের পৌনে সাত হাজার স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ানো হয়। স্কুলশিক্ষা দপ্তরের নয়া সারপ্লাস নীতিতে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো বিপাকে পড়েছে। নতুন সরকার কম পড়ুয়া ও বেশি শিক্ষক আছে, এমন স্কুলের উদ্বৃত্ত শিক্ষকদের অন্যত্র বদলিতে তৎপর। কিন্তু সেই বদলির হিসেব নিয়েই বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশের মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোয় উদ্বৃত্ত শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করতে স্কুল পরিদর্শকরা (ডিআই-মাধ্যমিক) শুধু পঞ্চম থেকে দশমের ক্লাসের মোট পড়ুয়া অনুপাতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হিসেব কষেছেন বলে অভিযোগ। স্কুলে একাদশ-দ্বাদশ পড়ানো হলেও ওই পড়ুয়াদের জন্য কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকাই রাখা হচ্ছে না। এখন প্রশ্ন, স্কুলে একাদশ-দ্বাদশে বিষয়ভিত্তিক ছাত্রছাত্রীদের পড়াবেন কারা?

সূত্রের খবর, এই তালিকায় মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের চালতিয়া শ্রীগুরু পাঠশালা উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম রয়েছে। এই স্কুলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ৪৬০ জন। উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্রছাত্রী আরও ৬১৪ জন। সব মিলিয়ে ১০৭৪ পড়ুয়া। বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকদের ধরে হিসেব কষায় স্কুলে থাকবেন মোট ১৩ জন শিক্ষক। আর সারপ্লাস হচ্ছেন ন'জন। এই সারপ্লাস শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রায় প্রত্যেকেই উচ্চ মাধ্যমিকের ক্লাস নেন। এই ন'জন শিক্ষক যদি বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যান, তা হলে স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিকের বিজ্ঞান বিষয়ের পঠনপাঠন চলবে কী ভাবে? একই পরিস্থিতি পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার পশং হাইস্কুলে। পঞ্চম থেকে দ্বাদশে ৩৮৮ জন পড়ুয়া, শিক্ষক আছেন ১৬ জন। মাধ্যমিক স্তরের নিরিখে ছ'জন শিক্ষককে সারপ্লাস দেখানো হচ্ছে। এখানেও একাদশ-দ্বাদশে ক্লাস নেবেন কারা, সে প্রশ্ন উঠছে।

বহরমপুরের স্কুলটির প্রধান শিক্ষক প্রভাসচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের এক ছাত্র নিটে হাজার র‍্যাঙ্ক করেছে। তাই দেখে বিজ্ঞানে পড়ুয়া ভর্তির ঢল নেমেছে। অথচ আমাদের স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান পড়ানোর কোনও শিক্ষকই নেই। মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞানের শিক্ষকরাই উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ান। এখন

চিন্তায় স্কুলগুলি

ন'জন শিক্ষক উদ্বৃত্ত হলে একাদশ-দ্বাদশে বিজ্ঞান পড়াবে কারা!' 'অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' ও 'শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চ'র তরফে এই সমস্যার দ্রুত সমাধানে স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী, কমিশনার এবং প্রধান সচিবের কাছে দরবার করা হয়েছে। তাদের দাবি, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে সারপ্লাস শিক্ষক নির্ধারণে শুধু ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত দেখলে হবে না। মাধ্যমিকে যেখানে সাতটি বিষয়, উচ্চ মাধ্যমিকে সেখানে ৬২টি বিষয়। তাই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হোক।

রেনেসাঁ: সচেতনতা প্রচারে আবাসিকরা

এই সময়, বর্ধমান: ভাড়াটেদের তথ্য অধিকাংশ বাড়ির মালিক জানাচ্ছেন না বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। বর্ধমানের রেনেসাঁ উপনগরীর একটি ফ্ল্যাটের ভাড়াটে হামিম মণ্ডলকে জৈশ জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তারের পরে ফের একই প্রশ্ন উঠেছে, কেন পুলিশ-প্রশাসনের সতর্কবার্তার পরেও সচেতন হচ্ছেন না মালিকরা। এ বার এ নিয়ে রেনেসাঁ উপনগরীর আবাসিকদের সচেতন করতে মাইক লাগিয়ে প্রচার শুরু হলো। রেনেসাঁর আবাসিক ও বিজেপির যুবনেতা দেবজ্যোতি সিংহরায় বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'এখানে যাঁরা বাংলো, ফ্ল্যাট বা একটা ইউনিট ভাড়া দিচ্ছেন, তাঁরা যেন আগে ভাড়াটের সব তথ্য সঠিক ভাবে যাচাই করে নেন। সেই

অভিযোগ অস্বীকার

তথ্যের একটি কপি বর্ধমান থানায় জমা দিয়ে তবেই যেন ভাড়া দেন— এটা আমাদের করজোড়ে আবেদন।' তাঁর সংযোজন, 'অনেকে ফ্ল্যাট বা ইউনিট কিনে নিজেরা না-থেকে ভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা পরিবার নিয়ে থাকি। তাই রেনেসাঁর মেনটেন্যান্স অফিসেও বলা হয়েছে, সব তথ্য যাচাই করার পরেই যেন ফ্ল্যাট বা সম্পত্তি হ্যান্ডওভার করা হয়।' 'জঙ্গি-যোগে নিরাপত্তাহীন রেনেসাঁ, প্রশ্নে আলিরাজ' শিরোনামে একটি খবর মঙ্গলবারের 'এই সময়'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে রেনেসাঁয় ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে গেলে সেখানকার আবাসিক জনৈক সৈয়দ মাজারুল আলির শরণাপন্ন হতে হয় এবং সম্প্রতি বিজেপির যুবমোর্চার এক নেতার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এ দিন অভিযোগ অস্বীকার করে দেবজ্যোতি বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক তথ্য। দু'টি তদন্তকারী সংস্থা এসটিএফ ও এনআইএ তদন্ত করছে। তদন্তকারী সংস্থার আওতায় যারা আসবে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রসিডিওরের বাইরে বিজেপি যুবমোর্চার নাম যুক্ত করা হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'ওঁর (আলি) সঙ্গে বিজেপির দূরদূরান্তেও কোনও যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই।'

হলদিয়ায় হলদি নদীর ফেরিঘাটে দেখা গেল ওয়াটার মেট্রো। চালু হওয়ার কথা শিগগিরই। উচ্ছ্বাস জেলায় — এই সময়

প্রাক্তন আইসি-কে সেই থানাতেই ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ

এই সময়, কাঁথি: যে কাঁথি থানায় এক সময়ে তিনি আইসি (ইনস্পেক্টর-ইন-চার্জ) ছিলেন, সেখানেই ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো অমলেন্দু বিশ্বাসকে। জেলার প্রাক্তন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম এম হাসানকেও তলব করা হয়েছিল থানায়। গত সোম ও মঙ্গলবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাঁদের থানায় বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে পুলিশের একটি সূত্রের খবর।

উল্লেখ্য, তৃণমূল জমানায় পূর্ব

কাঁথি

মেদিনীপুরের কাঁথি থানার দায়িত্বে থাকাকালীন স্থানীয় পুরসভার দুর্নীতি মামলায় বিজেপি সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারীকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন অমলেন্দু। পরে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানায় বদলি হয়েও বিতর্কে জড়ান তিনি। সেখানে ২০২৫-এ জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রায় পুজো কমিটির লোকজনদের গালিগালাজ এবং লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। পরে বর্ধমান থানায় বদলি হলেও ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে নির্বাচন কমিশন তাঁকে সরিয়ে দেয়। রাজ্যে পালাবদলের পরে কৃষ্ণনগরের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। কাঁথিতে থাকাকালীন স্থানীয় এক বিজেপি কর্মীর দোকান ভাঙচুর ও তাঁকে মারধরের অভিযোগও উঠেছিল অমলেন্দুর বিরুদ্ধে। ২০২২-এ কাঁথিতে পুরভোটের আগে শেরপুরের বিজেপি কর্মী রঞ্জন দাস তাঁর দোকান ভাঙচুর ও মারধরের ওই অভিযোগ করেন। তখন অমলেন্দুর সঙ্গে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠতারও অভিযোগ ওঠে। চার বছর পরে, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় রঞ্জন গত ২৫ জুলাই কাঁথি থানায় অমলেন্দু-সহ ছ'জন পুলিশ অফিসার ও কর্মীর নামে লিখিত অভিযোগ জানান। উল্লেখ্য, সে দিনই সাসপেন্ড হয়েছিলেন অমলেন্দু।

রঞ্জনের কথায়, 'রসলপুর বাসস্ট্যান্ডে আমার চা, পান, বিস্কুটের দোকান ছিল। ২০২২-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে অমলেন্দু বিশ্বাস পুলিশ বাহিনী নিয়ে দোকানে এসে আমাকে টেনে বের করে মারধর করেন। দোকানের জিনিসপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। আমাকে থানায় নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করেন। এই ভাঙচুরের ঘটনার পরে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছে চলে যায়। সব সময় আতঙ্কের মধ্যে থাকতাম।' সূত্রের খবর, রসলপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে সে সময়ে বেআইনি দোকান উচ্ছেদের নোটিস দিয়েছিল কাঁথি পুরসভা। অভিযোগ, নোটিস পেয়েও দোকান সরাননি রঞ্জন।

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

প্রশাসনিক ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন পরিচালন কর্তৃপক্ষঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এমপিএস-এইউজি-২৬-০২। **অকশনের ধরণঃ** ক্লোজড এন্ডেড। **বিডিং প্রণালীঃ** সাধারণ অকশন (সিঙ্গেল স্টেজ)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ১৯.০৮.২০২৬, সকাল ১১টা। **অকশন শেষের তারিখ/সময়ঃ** ১৯.০৮.২০২৬, সকাল ১১.৩০মিনিট। **প্রারম্ভিক বিরাম কাল ঃ** ৩০ মিনিট। **পর্যায়ক্রমিক লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময়কালঃ** ১০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশনস্ জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনসনসঃ** ১০ বার। **অটো এক্সটেনশনস্ সময়কালঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ০৩.০৮.২০২৬, বিকাল ৫.১০ মিনিট। **সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়াঃ** অটো, **আরপি প্রদর্শিত** - না, **আরপি-এর নীচে পারমিট বিড** - হ্যাঁ। **রাইট অফ ফার্স্ট রিফিউজাল (আরওএফআর) প্রযোজ্য কিনাঃ** না। **এসইকিউ নংঃ** এএ/১। **লট নং/ক্যাটিগরিঃ** এমপিএস-এসডিএএইচ-জেজেজি- এমপিএস-৩২-২৬-১ (এমপিএস– মাল্টি পারপাস স্টল্স)। **বিবরণঃ** মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বন্টন, অসংরক্ষিত-সকলের জন্য উন্মুক্ত । **রেট ইউনিট** ঃ বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)ঃ** ০.২। **বায়নামূল্যঃ** ১০%। **ন্যূনতম টার্নওভার প্রয়োজনঃ** ০। **লটের স্ট্যাটাস ঃ** আরপি পেন্ডিং।

(SDAH-167/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

HDB Financial Services Limited

এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

নথিবদ্ধ কার্যালয়: রাধিকা, তৃতীয় তল, ল গার্ডেন রোড, নবরঙ্গপুর, আহমেদাবাদ-৩৮০০০৯; শাখা অফিস: এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, সপ্তম তল, থাপার হাউস, ২৫ ব্রেবোর্ন রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০১

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ অনুযায়ী

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুসারে এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নলিখিত সম্পত্তি/গুলির দখল নিয়েছেন এবং নিম্নলিখিত লোন অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে 'যেখানে আছে সেখানে' এবং 'যা কিছু আছে তা' শর্তে কোম্পানির বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রয় করা হবে।

১. ঋণগ্রহীতা/গণ ও জামিনদাতা/গণের নাম ও ঠিকানা ২. মোট বকেয়া + তার পরের সুদ	সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	১. ই-নিলামের তারিখ ও সময় ২. ইএমডি জমার শেষ তারিখ ৩. সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ইএমডি
এইচ কে জুয়েলার্স ২৩ বি কালাকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭ এবং এছাড়াও রিজেন্ট প্লাজার সম্পূর্ণ চতুর্থ তলে, ইউনিট নং ৩০১ থেকে ৩১০, প্রেমিসেস নং ২৯, বটতলা স্ট্রিট কলকাতা কলকাতা- ৭০০০০৭ **কৈলাশ কুমার জোড়া**, ৩বি দর্প নারায়ণ টেগর স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৬ **দুর্গা দেবী জোড়া**, ৩বি দর্প নারায়ণ টেগর স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৬ **মোহিনী দেবী সোনি**, ৩বি দর্প নারায়ণ টেগর স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৬ **সুমন দেবী জোড়া**, ৩বি দর্প নারায়ণ টেগর স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৬ **হরি কিষাণ সোনি**, ৩বি দর্প নারায়ণ টেগর স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৬ **সুমন দেবী জোড়া**, ৩বি দর্প নারায়ণ টেগর স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৬ দাবির পরিমাণ **৩৯৫১৯৩০৩ টাকা (তিন কোটি পঁচানব্বই লক্ষ উনিশ হাজার তিনশো তিন টাকা মাত্র) ১২.০৯.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত** এবং সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত লাগু হওয়া ভবিষ্যতের চুক্তিভিত্তিক সুদ একই সঙ্গে আনুষঙ্গিক খরচ ব্যয় এবং চার্জসমূহ ইত্যাদি।	উক্ত আধা-বাণিজ্যিক ইউনিট নং ৩০১ এবং ৩০৩- এর সমস্ত অংশের মোট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কম-বেশি ৯৯৪ বর্গফুট যা উক্ত ভবনের চতুর্থ তলায় অবস্থিত একই সঙ্গে জমির আনুপাতিক ভাগ এবং/বা তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কমন সুযোগ এবং/বা সুবিধা যা উপরিউক্ত প্রেমিসেসের সঙ্গে যুক্ত যার নং ২৯, বটতলা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭। উক্ত দলিলটি বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ৩৩, পৃষ্ঠা ১১৬৬ থেকে ১১৮৫-এ রেজিস্ট্রিকৃত যার নং ১১১৫৪, ২০০৯ সালের জন্য, উক্ত আধা-বাণিজ্যিক ইউনিট নং ৩০২, ৩০৪ এবং ৩০৫- এর সমস্ত অংশের মোট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কম-বেশি ১০৬৭ বর্গফুট যা উক্ত ভবনের চতুর্থ তলায় অবস্থিত একই সঙ্গে জমির আনুপাতিক ভাগ এবং/বা তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কমন সুযোগ এবং/বা সুবিধা যা উপরিউক্ত প্রেমিসেসের সঙ্গে যুক্ত যার নং ২৯, বটতলা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭। উক্ত দলিলটি বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ২৩, পৃষ্ঠা ১১৪৬ থেকে ১১৬৫-এ রেজিস্ট্রিকৃত যার নং ১১১৫৩, ২০০৯ সালের জন্য, উক্ত আধা-বাণিজ্যিক ইউনিট নং ৩০৬ এবং ৩০৭- এর সমস্ত অংশের মোট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কম-বেশি ৮৬৫ বর্গফুট যা উক্ত ভবনের চতুর্থ তলায় অবস্থিত একই সঙ্গে জমির আনুপাতিক ভাগ এবং/বা তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কমন সুযোগ এবং/বা সুবিধা যা উপরিউক্ত প্রেমিসেসের সঙ্গে যুক্ত যার নং ২৯, বটতলা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭। উক্ত দলিলটি বই নং ১, সিডি